



দেশে ৫.২৭ লক্ষ ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে ৮১ কোটি মানুষকে প্রত্যক্ষ এবং স্বচ্ছ সুবিধা: শ্রী রামবিলাস পাসোয়ান

অর্থমন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭-১৮সালের জন্য যে ঐতিহাসিক বাজেট পেশ করেছেন, তার জন্য শ্রী রামবিলাস পাসোয়ান তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন।

Posted On: 03 FEB 2017 3:32PM by PIB Kolkata

অর্থমন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭-১৮সালের জন্য যে ঐতিহাসিক বাজেট পেশ করেছেন, তার জন্য শ্রী রামবিলাস পাসোয়ান তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন। তিনি বলেন, সরকারের বাজেট দু'টি দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ—প্রথমত, ১৯২৪ সাল থেকে আলাদাভাবে রেল বাজেট পেশ করার যে উপনিবেশিক ঐতিহ্য চলে আসছে, শ্রীজেটলি সেই প্রথা ভেঙ্গে দিয়ে সাধারণ বাজেটের সঙ্গেই রেল বাজেট পেশ করেছেন। দ্বিতীয়ত, ১ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করার মধ্য দিয়ে সরকারি দফতরগুলি সরকারি প্রকল্পরূপায়ণের জন্য সম্পূর্ণ বারোমাস সময় পাবে এবং বর্ষার মরসুম শুরু হওয়ার আগে যথেষ্টপরিমাণে সময় পাবে। এই বছরের বাজেট আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রেসরকারের প্রতিশ্রুতিকে পুনরায় প্রতিবিশ্বিত করেছে।

অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের গৃহীত উদ্যোগ সম্পর্কে আলোচনা করায় শ্রী পাসোয়ান তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, এর ফলে সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়েছে এবং ভোক্তা মূল্য সূচক অর্থাৎ সি.পি.আই. নির্ভর মুদ্রাস্ফীতি ২০১৬-এর জুলাই মাসেযেখানে ছিল ৬% সেখানে ডিসেম্বর মাসে তা কমে ৩.৪% হয়েছে। মর্জিমাফিক ওপক্ষপাতিস্বমূলক ভিত্তির পরিবর্তে সরকার যে একটি স্বচ্ছ ও পদ্ধতিগত ভিত্তিতেদৃঢ়তার সঙ্গে পরিবর্তিত করেছে, তার ফল এখন পাওয়া যাচ্ছে।

শ্রী পাসোয়ান জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন রূপায়ণের জন্য গোটা দেশ জুড়ে জনসংভরণব্যবস্থায় যে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার উল্লেখ করেন। মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে, এই বছরের মার্চ মাস শেষ হওয়ার আগেই বেশিরভাগ রাজ্যেই খাদ্যশস্য সরবরাহেরজন্য নগদহীন ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে। জুন মাস শেষ হওয়ার আগে দেশের ৫.২৭ লক্ষন্যায্যমূল্যের দোকানের সবগুলিই কম্পিউটারাইজড হয়ে যাবে এবং সুবিধাপ্রাপকরা আধার নম্বরেরভিত্তিতে চিহ্নিত হবেন। তাছাড়া এই সবগুলি দোকানেই নগদহীন পদ্ধতি চালু হয়ে যাবে। এরমধ্য দিয়ে দেশের ৮১ কোটি সুবিধাপ্রাপককে স্বচ্ছ ও প্রত্যক্ষভাবে সুবিধা দেওয়া সুনিশ্চিতকরা যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলিকে কম্পিউটারাইজড করার জন্যরাজ্য সরকারগুলিকে সহায়তা করছে। ন্যায্যমূল্যের দোকানদারের লভ্যাংশের টাকা বাড়ানোহয়ছে। বর্তমান অর্থবর্ষে যা ২৫০০ কোটি টাকা, তা ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে বাড়িয়ে ৪৫০০কোটি টাকা করা হয়েছে।

শ্রী পাসোয়ান নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য সফলভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনিডালের জন্য কেন্দ্রীয় মজুত ভাণ্ডার তৈরি করা এবং এর পরিমাণ বাড়িয়ে ২০ লক্ষ মেট্রিকটন করার উদ্যোগের প্রশংসা করেন। এর লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বাজেটে বরাদ্দ ৯০০ কোটিটাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৪০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। এই উদ্যোগ দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষককেওউপকৃত করবে।

ভোক্তা বিষয়ক বিভাগের জন্য সর্বমোট ব্যয় বরাদ্দ হচ্ছে ৩৭২৭ কোটি টাকা, যারশুধুমাত্র পি.এস.এফ.-এর জন্য বরাদ্দ ৩৫০০ কোটি টাকা।

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন অর্থাৎ এন.এফ.এস.এ.-কে গোটা দেশে বর্তমান অর্থবর্ষেরূপায়িত করা হচ্ছে। সে অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে খাদ্যের ভর্তুকির জন্য বরাদ্দবাড়িয়ে ১৪৫১৩৮.৬০ কোটি টাকা করা হয়েছে, ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে তা ছিল ১৩০৩৩৪.৬১ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকার বিকেন্দ্রীকৃতভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা অর্থাৎ ডি.সি.পি.-এর বিষয়টিনিয়ে রাজ্য সরকারগুলিকে রাজি করাতে পেরেছে এবং তার ফলে ১৭টি রাজ্য এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এফ.সি.আই. অনলাইন সংগ্রহ করার পদ্ধতি শুরু করেছে এবং অনেক রাজ্যই তারূপায়িত করছে। এই পদ্ধতি কৃষকদের ওপর এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তাঁরা এখন তাদেরএকাউন্টে স্বচ্ছ ও প্রত্যক্ষভাবে টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। ডি.সি.পি.-তে রাজ্যগুলির জন্যব্যয় বরাদ্দ ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে বাড়িয়ে ৩৮০০০ কোটি করা হয়েছে, যা বর্তমান অর্থবর্ষেরযেছে ৩০৬৭২.৯৬ কোটি টাকা।

(Release ID: 1481853) Visitor Counter : 3

Background release reference

শ্রী পাসোয়ান জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন রূপায়ণের জন্য গোটা দেশ জুড়ে জনসংভরণব্যবস্থায় যে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার উল্লেখ করেন।

